সমকাল

তারিখ ... 11 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

শিশুর স্কুলব্যাগে অনুমোদিত বই-উপকরণ ছাড়া কিছু নয়

■ **বিশেষ প্রতিনিধি**

> ❝ স্কুল কমিটিগুলোর নিম্নমানের সহায়ক বইয়ের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে

স্কুলব্যাগে থাকবে শুধু সরকার অনুমোদিত পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ, অন্যকিছু নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ব্যাগে এগুলো ছাড়া অন্যকিছু আনতে নিরুৎসাহিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, আট বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপপরিচালক; জেলা, উপজেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সুপারিনটেনডেন্টদের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) থেকে এ ব্যাপারে একটি পরিপত্রও জারি করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালের স্বাক্ষরে জারি করা এই পরিপত্রে সতর্ক করা হয়েছে অভিভাবকদেরও।

ডিপিইর পরিপত্রে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য যে সব বই অনুমোদন করেছে, তা পরিবহনে কোনো ছেলেমেয়ের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেসব শিশু ছাত্র-ছাত্রী ব্যাগে করে বই বহন করে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী তার ওজন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ওই শিশুর নিজ ওজনের ১০ শতাংশের বেশি যেন না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে আরও বলা হয়, ভারী ব্যাগ বহনের কারণে যাতে পিঠে ব্যথা বা সোজা হয়ে দাঁড়ানোয় সমস্যা দেখা না দেয়, সেজন্য অনুমোদিত বই ও উপকরণ ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যাগে করে বিদ্যালয়ে বয়ে আনা নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করতে গত বছরের ৭ ডিসেম্বর নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমের সব স্কুলে ৩০ দিনের মধ্যে একটি সার্কুলার জারি করতেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশনার পাঁচ মাস পরও শিশুদের ভারী ব্যাগ নিয়ে চলা ঠেকাতে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

অভিভাবক, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়– সবার জ্ঞাতসারেই শিশুদের ভারী ব্যাগ নিয়ে চলতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির ২৫ শিক্ষার্থীর ব্যাগের ওজন করে তাদের গড় ওজনের ২৫ শতাংশের বেশি পাওয়া যায়। সরকারের দেওয়া বইয়ের সঙ্গে স্কুল থেকে দেওয়া সহায়ক বই ও প্রতিটি বিষয়ের বিপরীতে সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত খাতা বা ডায়েরি ছিল তাদের ব্যাগে। পাশাপাশি ব্যাগের ওজনের সঙ্গে যোগ হয় টিফিন বক্স ও কমপক্ষে এক লিটার পানি। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে স্কুলে ক্লাসের আগে-পরে কোচিংয়ে যাওয়ার জন্য কোচিংয়ের সহায়ক বই ও খাতা থাকায় ওজন অতিরিক্ত হতে দেখা গেছে।

চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে, ৫ বছরের একটি ছেলে শিশুর আদর্শ ওজন ১৮ দশমিক ৭ কেজি, আর মেয়ের ১৭ দশমিক ৭ কেজি। ৬ বছরের একটি ছেলে শিশুর আদর্শ ওজন ২০ দশমিক

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিশুর স্কুলব্যাগে অনুমোদিত

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

৬৯ কেজি, আর মেয়ের ১৯ দশমিক ৯৫ কেজি। সেই হিসাবে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ব্যাগের ওজন সর্বোচ্চ ২ কেজি হওয়ার কথা (শরীরের ওজনের ১০ শতাংশ)। সেখানে ঢাকার খ্যাতনামা স্কুলগুলোর প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন ৪ থেকে সাড়ে ৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া যায়। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও হিসাবটা এ রকমই। অতিরিক্ত ওজনের ব্যাগের কারণে শিশুরা মেরুদণ্ড ও হাড়ের বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে বেড়ে উঠছে বলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। সমাধান হিসেবে বই কমিয়ে আনা অথবা বিভিন্ন দেশের মতো বই-খাতা স্কুলে রেখে আসার ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শও তাদের।

এবার সরকার অনুমোদিত বই ও উপকরণের বাইরে কোনো কিছু না আনতে সতর্ক করে পরিপত্র জারি করা হলেও এতে সরকারের দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনুমোদিত উপকরণ কোনগুলো, সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ঢাকায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, শিক্ষা উপকরণ বলতে কী বোঝানো হয়েছে, এ পরিপত্রে তা স্পষ্ট করা হয়নি। বইয়ের কারণে তো ব্যাগের ওজন বাড়ে না। বইয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি করে খাতা বহন করতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন ধরনের ডায়েরি। এসব বহন করা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, স্কুল কমিটিগুলোর নিম্নমানের সহায়ক বইয়ের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে এ ধরনের পরিপত্র জারি না করে হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে আইন করে শিশুদের ব্যাগ যাতে ভারী না হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে বলেও মত দেন তিনি।